OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 442 - 449
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শঙ্খ ঘোষের কবিতা ও বাংলা কবিতার আন্তর্জাতিকতা

ড. পীযূষ পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : pijushpoddarkalyani@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
international, poetry, context, boundaries, crisis, limits.

Abstract

Regardless of the era in which the term cosmopolitan is used, the people of the modern world increasingly want to transcend the geographical boundaries of a limited country and reach out to the court of the world. A special level of internationalism can be seen in the goodwill of all in accepting people from all over the world. Due to the improvement of communication system and internet system, the whole world has become a bog country today. Language or literature is reaching the people of the world very quickly across the borders of the country. Through translation and public relation, we are getting the literature of any country within our limits.

Rabindranath Tagore is the main representative of international consciousness in Bengali poetry and literature. As a man of subjugated India, he did not think only about the people of India or Bengal, but thought about the present and future of the people of the whole world, about their crisis and solution. In the context of the global circulation of Bengali language and poetry, the international sense in the poetry of Shankha Ghosh, a prominent poet of fifties, demands a special introduction.

Discussion

বিশ্বচারী শব্দটি যে যুগেই ব্যবহৃত হোক না কেন, আধুনিক বিশ্বের মানুষ অনেক বেশি করে সীমায়িত দেশকালের ভৌগোলিক সীমা পার হয়ে ব্যপ্ত হতে চায় বিশ্বের দরবারে। সমগ্র বিশ্বের মানুষকে সমদৃষ্টিতে গ্রহণ করার মধ্যে সকলের শুভচেতনার মধ্যে আন্তর্জাতিকতা বোধের একটি বিশেষ মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি আর ইন্টারনেট ব্যবস্থার ফলে সমগ্র বিশ্বই আজ এক বৃহৎ দেশে পরিণত হয়েছে। ভাষা বা সাহিত্য দেশকালের সীমা পেরিয়ে বৃহৎ বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে খুব দ্রুত। অনুবাদ আর জনসংযোগের মাধ্যমে যে কোন দেশের সাহিত্যকেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের সীমায়।

বাংলা কবিতা তথা ভারতীয় সাহিত্যে আন্তর্জাতিক চেতনার প্রধান প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে তিনি শুধুমাত্র ভারতবর্ষ বা বাংলার মানুষকে নিয়েই ভাবনা চিন্তা করেননি, ভেবেছেন সমগ্র বিশ্বের মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে, তাঁদের সংকট ও সামাধান নিয়ে। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবজাতির অভিন্ন প্রতিনিধি রূপে সকল মানুষের বিস্তারের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিশ্বভারতীকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক অভিন্ন প্রতিষ্ঠান রূপে। তাঁর ভারততীর্থে অবিরাম স্রোতধারায় ভিন্ন ভিন্ন দেশকালের মানুষেরা এসে জড়ো হন, সকলের পরশে ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে মহামানবের মিলনক্ষেত্র।

এই প্রসারিত মানব-জমিনে রবীন্দ্র উত্তরকালের কবিরা আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন খুব কম সংখ্যায়। রবীন্দ্র স্নেহধন্য অমিয় চক্রবর্তীকে বলা হয় আন্তর্জাতিক কবি। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ চার মহাদেশের মানুষের জীবন, দর্শন ও ভূগোলকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। ১৯৩৩ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইউরোপ এবং আমেরিকার নানা দেশে ভ্রমণ করেছেন। রাশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ড ভ্রমণের সূত্রে তিনি বিশ্ব নাগরিক। ১৯৪৬-৪৮এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালি ও বিহারের কিছু জায়গায় গিয়েছিলেন গান্ধীজির সঙ্গে। রাশিয়ায় গিয়ে দেখা করেছেন বোরিস পাস্তেরনাক-এর সঙ্গে। তাঁর কাব্যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতার কথা থাকলেও কাব্যের মূল সুর বিশ্ব নাগরিকতা। ভৌগলিক ভেদরেখাকে বড়ো করে না দেখে নানা দেশের বিচিত্রধর্মী মানুষের নানা অসঙ্গতি, সংকটকে মমতার চোখে দেখেছেন তিনি। পৃথিবীর সকল পীড়িত মানবের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার যোগাযোগ। সব দেশের মানুষের প্রতিই তার ভালোবাসা অবারিত।

বাংলা কবিতাচর্চায় অমিয় চক্রবর্তী ছাড়াও জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা আন্তর্জাতিক চেতনাকে অনুভব করেছেন। বিশ্ব সংস্কৃতির নানা ঐতিহ্য, রাজনৈতিক ও মানবিক সংকটের কথা বাংলার লৌকিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি তারা তুলে ধরেছেন। বিদেশী কবিদের মধ্যে ইয়েটস, বোদলেয়ার, এলিয়ট, পো, র‍্যাঁবো, পল ভালেরী, জেরল্ড ম্যানলি হপকিন্স মালার্মে, এজরা পাউন্ড, লরেন্স, রিলকে, লোরকা, পাবলো নেরুদা প্রমুখের কাব্যের প্রভাব বাংলা কবিতায় সুবিদিত। বাংলা কবিতায় আধুনিক কালের কবিরা অনেক বেশি পরিণতি দেখিয়েছেন আন্তর্জাতিকতার চর্চায় ও উচ্চারণে। এই চেতনার প্রসারেই আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা পত্রপত্রিকা ‘প্রবাসী’, ‘ঠিকানা’, ‘বাঙালি’, বাংলা ‘পথিক’। লিটল ম্যাগাজিনেরও উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটেছে— ‘অভিবাস’, ‘অবিনাশী’, ‘শব্দরাজি’, ‘গাংচিল’ নামের ম্যাগাজিন ছাড়াও ‘উত্তর আমেরিকার বাংলা কবিতা’, ‘ইংল্যান্ডের বাংলা কবিতা’ নামে সংকলন বের হচ্ছে। সুইডেন থেকে বের হচ্ছে বাংলা পত্রিকা ‘পরিক্রমা’, জাপান থেকে বের হচ্ছে ‘মানচিত্র’।

বাংলা ভাষা ও কবিতার এমন বিশ্ব পরিক্রমার প্রেক্ষিতে পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আন্তর্জাতিক বোধ বিশেষ অভিনিবেশ দাবী করে। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আন্তর্জাতিক চেতনাকে আমরা দুই দিক থেকে গ্রহণ করতে পারি - কবিতার মধ্য দিয়ে এবং অনুবাদের মধ্য দিয়ে। আমাদের উদ্দেশ্য তাঁর কবিতার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আবেগ, মনন চিন্তনকে উপলব্ধি করা এবং অনুবাদের মধ্য দিয়ে ভিন্ন দেশকালের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও সেই সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সংশ্লেষ সাধন করা।

১৯৬৩ সালে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে ‘সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত’ সম্পাদনার মধ্য দিয়ে শঙ্খ ঘোষের বিশ্ব কবিতা চর্চার প্রকাশ। পরবর্তীতে জার্মানি, ফরাসী, ইতালি, স্পেন, ইরাক, আফ্রিকার বিভিন্ন কবির কবিতার অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ সূত্রে ভিন্ন ভূখন্ডের ভিন্ন রুচির মানুষের সংস্কৃতি ও রুচির সঙ্গে গ্রহণে-বর্জনে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর কবিতার জগৎ। এলিয়ট, নীৎশে গেয়র্গ হাইম, পাবলো নেরুদা, হো-চি-মিন, নিকোলাস গ্যিয়েন, আন্তনিও মাচাদো, গুন্টার গ্রাস, জুসেপ্পে উনগারেত্তি, হুয়ান রামোন হিমেনেথ, আনা আখমোতোভা, রিয়ুচি তামুরা, শাকির আল সয়াব, আবদুল ওয়াহাব আল বয়াতি, সাদি ইউসুফ প্রমুখের কবিতার অনুবাদ সূত্রে শঙ্খ ঘোষের নিজের কবিতার ভুবনও হয়ে উঠেছে বিশ্বচারী। ‘সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' সংকলনে শঙ্খ ঘোষের অনুদিত কবিতা সম্পর্কে তথ্য পেতে পারি—

কবি	**দেশ**	**অনুদিত কবিতার নাম**
ক্লাউস গ্রোথ	জার্মান	বিদায়
ফ্রীডরিশ	জার্মান	পথিক, তার ছায়া
স্টেফার্ন গেয়র্গে	জার্মান	প্রত্যাবর্তন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হুগো ফন হোফমানস্টাল	জার্মান	বহির্জীবনের গাথা
কার্ল ক্রাউস	জার্মান	বসন্ত
গেয়র্গ হাইম	জার্মান	যুদ্ধ
বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট	জার্মান	শয়তানের মুখোস
আন্তোনিও মাচাদো	স্পেনীয়	কবিতা
নিকোলাস গ্যিয়েন	স্পেনীয়	ছোট্ট একটি গাথা
পাবলো নেরুদা	স্পেনীয়	সাঁজাই
আর্তুরো প্লাজা	স্পেনীয়	বসন্ত
টি. এস. এলিয়ট	ইংরেজ	দি ড্রাই স্যালোয়েজেস

সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে জার্মান কবির সংখ্যা সাত, স্পেনীয় কবির সংখ্যা চার, ইংরেজ কবির সংখ্যা এক। কবিতার অনুবাদে কবি শঙ্খ ঘোষের একটি বিশেষ পছন্দ বর্তমান। তবে 'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত' অনুবাদের সময় শুধু বিশেষ প্রবণতা বা পছন্দ থেকে নয়, প্রয়োজনের তাগিদেও অনুবাদ করতে হয়েছিল। এই সংকলনে নটি দেশের কবিদের কবিতার অনুবাদ ছিল। তাই অনুবাদকের অভাবে প্রবণতা বিরুদ্ধ ভাবেও কবিতার অনুবাদ করতে হয়েছে। উচ্চকিত কবিতা বা কবিতার চড়া স্বনন শঙ্খ ঘোষ অনুবাদের ক্ষেত্রেও এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। ক্লাউস গ্রোথের 'বিদায়' কিংবা নীৎসের 'পথিক, তার ছায়া', আন্তনিও মাচাদোর 'কবিতা', আর্তুরো প্লাজার 'বসন্ত' প্রভৃতি কবিতায় অনুবাদে শঙ্খ ঘোষের মৃদু উচ্চারণ ও সংযত বাচনকে বুঝতে পারা যায়। নিকোলাস গিয়েনের কবিতার অনুবাদের মধ্যে ব্যথা মিশ্রিত স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

'সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্তে'র পর শঙ্খ ঘোষের অনুবাদ কবিতার সংকলন 'বহুল দেবতা বহু স্বর' (এপ্রিল ১৯৮৬, নাথ পাবলিশিং) প্রকাশিত হয়। এই সংকলনটি পরবর্তীতে দে'জ পাবলিশিং থেকে (জানুয়ারি ১৯৯৭) বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়, সে সময় এই সংকলনে তেইশ জন কবির কবিতার অনুবাদ ছিল। জার্মান কবি বের্টোল্ট বেখটের কবিতার অনুবাদ সবথেকে বেশি ছিল। বেল্টের চোদ্দটি ফরাসী কবি জাক প্রেভের পাঁচটি, ইতালীয় কবি জুসেপ্পে উনগারেত্তির পাঁচটি কবিতার অনুবাদ আছে। রুশ কবি আনা আখমোতোভা ও স্পেনীয় কবি পাবলো নেরুদার দুটি করে কবিতা আছে। নিকোলাস গিয়েনের 'চিড়িয়াখানা এবং অন্যান্য কবিতা' অনুবাদ গ্রন্থের সব কবিতাই মুদ্রিত হয়েছে এই সংকলনে। অন্য সকল কবিদের একটি করে কবিতা আছে। অনুবাদ করতে গিয়ে ভিন্ন দেশীয় কবিদের সঙ্গে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে সামান্যতা বোধ করলে শঙ্খ ঘোষ তাঁদের কবিতার অনুবাদে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এই সামান্যতা বোধ থেকেই ভিয়েতনামের জনপ্রিয় জননেতা হো-চি-মিনের 'জেলখানার ডায়েরী' অনুবাদ করেছেন। কারাবাসের দিনগুলির বিবর্ণতা, নিদ্রাহীন রাত, খাদ্যহীন জেলের প্রকোষ্ঠ হো-চি-মিনের ভিতরকার কবি স্বভাবকে ধ্বংস করতে পারেনি। গরাদের বাইরে স্বাধীন আকাশ দেখবার সাধ তাঁর হৃদয়ে রয়ে গেছে। তাই বাহ্যিক বন্ধন কঠোরতার পরেও প্রকৃতির মধুক্ষরা আস্বাদের অনুভব পেয়েছেন হৃদয়ে—

> "হাতপা আমার বেঁধেছে কঠোর বাঁধে।
> পাহাড়ে পাহাড়ে ফুল ফোটে আর পাখিরা গায়।
> কে বাঁধবে এই শব্দের মধুগন্ধের আস্বাদে?
> একার ক্লান্তি মুছে নেয় এরা দীর্ঘ এ যাত্রায়।"
>
> (পথে/ জেলখানার ডায়েরী)

জেলখানার মধ্যে থেকেই চাঁদ, ফুল, তুষার, বাতাস, কুয়াশা, পাহাড়, নদীর স্বপ্ন ও বাস্তব মিলেমিশে গেছে। হাজার জনতার স্বপ্ন সঙ্গে নিয়ে হো-চি-মিন শ্রান্তিহীন পথ চলবার কথা বলেন, পথের বাধা তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। আবার ডেভিড দিয়োপের কবিতায় আফ্রিকার শ্রমজীবী মানুষের কথা উঠে আসে। বেল্টের 'পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন' কবিতার জিজ্ঞাসা সব দেশের মানুষের জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে। মহামানব আর পৃথিবীর সব মহাকীর্তির প্রেক্ষাপটে রয়েছে অসংখ্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শ্রমজীবি সাধারণ মানুষের অবদান। ইতিহাস রাজাদের কথা লেখে, যুদ্ধ জয়ের কথা বলে সাধারণ মানুষের অবদানকে ভুলে যায়।

ফরাসী কবি জাক প্রেভের পাঁচটি কবিতার অনুবাদ আছে 'বহুল দেবতা বহু স্বর' সংকলনে। প্রতিদিনকার জীবনযাপন, জীবন-সংগ্রাম সম্পর্কিত এক দার্শনিক বোধ জড়িয়ে আছে এই কবিতাগুলিতে। মৃদু স্বরের উচ্চারণে শঙ্খ ঘোষ জীবনের চরম পরিণতি মৃত্যুর মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়েছেন। ব্যবসা, প্রেম, জীবিকা নানা কর্মব্যবস্ততার মধ্য দিয়ে আমরা ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাই। আমাদের জীবনের বহুবর্ণের স্বপ্ন ও সাধ অপূর্ণ থেকে যায়, যে যার কাজ নিয়ে আমরা সকলেই মহাব্যস্ত। আমাদের ভাব-ভাবনা বিনিময়ের অবসর ও ক্রমে কমে আসে। তারপর হঠাৎই একদিন পৃথিবী থেকে আমাদের চলে যেতে হয়। যে অবসর বস্তু পৃথিবীতে মেলেনি, চিরঘুমের দেশে হয়তো সেই অবসর মেলে—

জীবন চলছেই বুননে যুদ্ধে ব্যবসায়
ব্যবসা যুদ্ধ বুনন যুদ্ধ
ব্যবসা ব্যবসা ব্যবসা
কবরে মিলছে জীবন।[১]

(পারিবারিক/ বহুল দেবতা বহুস্বর)

জীবনের দুর্ভাগ্যের উপর আমরা আপাত সুখের এক মুখচ্ছবি গড়ে নিয়ে জীবনের সঙ্গে আপোস করে এগিয়ে চলি। কবিতার এই জীবনভাষ্য সব দেশের সব কালের ক্ষেত্রেই সমান সত্য। ভাবনার এই আন্তর্জাতিকতা শঙ্খ ঘোষ অনুবাদের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করেছেন।

অনুবাদের সূত্রে শঙ্খ ঘোষের কবি মনন বিশ্বচারী। 'বহুল দেবতা বহু স্বর' সংকলনের পরে 'মুখ জোড়া লাবণ্যে' গ্রন্থে আমরা পাচ্ছি চিনুয়া আচিবি, মার্গারেট অ্যাটিউড, ডিক অ্যালেন, নিকি গিয়োভান্নি, স্টেফানির কবিতার অনুবাদ। ইরাকি কবিতার অনুবাদ নিয়ে একটি সংকলন 'ইরাকি কবিতার ছায়ায়'। শঙ্খ ঘোষ সংযত বাচনে মৃদু স্বরের কবিতার বিষয়ে তার অভিব্যক্তির কথা বললেও অনুবাদে অনেক সময়ই তিনি এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। নিজের কবিতার ক্ষেত্রে তিনি উচ্চভাষী নন, উচ্চকিৎ বিদ্রোহ বিপ্লবের কবিতার সংখ্যাও কম। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ বিপ্লব বা সংগ্রামী কবিতার মধ্যে নিজের কবি প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেছেন। 'ইরাকি কবিতার ছায়ায়' সংকলনে পঁচিশজন কবির ষাটটি কবিতার অনুবাদ আছে। শাসক ও স্বৈরাচারী শাসকের উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে ইরাকের ইতিহাস। ইরাক-ইরানের সংঘাত, আমেরিকার মুনাফার সূত্রে ইরাকের মাটিতে বারেবারেই রক্তের দাগ কালো হয়ে গেছে। কবি সাহিত্যিকরা দেশ থেকে বিতাড়িত বা দন্ডিত হয়েছেন। বদর-শাকির আলসয়াব নির্বাসিত হয়েছেন, আবদুল ওয়াহাব আল বয়াতিকে যেতে হয়েছে দামাস্কাসে, বুলান্দ আল হায়দারি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পর্যন্ত হয়েছিলেন। আদনান আল সাইঘ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে পালিয়ে যান সুইডেন, পরবর্তীতে লন্ডন। সন্ত্রাস আর অবিচ্ছন্ন অন্তর্ঘাতের নিরন্তর পরম্পরার মধ্য দিয়ে যে কবিরা বড়ো হয়ে উঠেছেন তাদের কবিতা তাই অনিবার্যভাবে সময়ের সকল ক্ষতচিহ্ন ধারণ করে আছে। প্রেম, মৃত্যু, নির্বাসনকে অবধারিত নিয়তি জেনেও কবিরা তাদের সময়কে কবিতায় তুলে ধরেছেন। যুদ্ধ, ধ্বংস, প্রতিরোধের কথা বারবার উঠে আসে তাদের কবিতায়।

সংকলনটি শুরু হয়েছে বদর শাকির আল-সয়াবের 'বৃষ্টির গান' কবিতা দিয়ে। কবিতাটিকে এই সংকলনের মুখবন্ধ বলা যায়। জন্ম, মৃত্যু, আলো, অন্ধকারে গড়া ইরাক ভূখণ্ডের এক ইতিহাসকেই যেন ধরে আছে এই কবিতা। ক্রীতদাসদের রক্তবিন্দু, ক্ষুধিতের কান্না, আশ্রয়হীন-আচ্ছাদনহীন দিশেহারা মানুষের জমাট বিষাদ ধারণ করে আছে কবিতাটি। আগামী দিনের প্রতীক্ষা, নবজাতকের মুখে হাসির আভা, স্বাধীন যুবমানসের স্বপ্নে শেষ হয়েছে কবিতাটি। আবদুর রজ্জাক আবদুল ওয়াহিদের 'আগুন-ফোয়ারা' কবিতার অনুবাদে শঙ্খ ঘোষ তুলে ধরেছেন সেই মৃত্যু শাসিত সময়কে—

"আমার সিসায় ঠাসা বুক।
নারকী ফোয়ারা, তুমি নিয়ে গেছ এই স্বর;
বসন্তে হাজার ফলা তুলে দিয়ে গেছ তুমি আমার ভিতরে,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দংশন চিৎকার ছাড়া আর সবকিছু আজ হারিয়ে গিয়েছে
কোনোই প্রলেপ নেই ক্ষতে
পৃথিবীর সব জল মুখে নিয়ে শান্তি নেই তবু।”[২]

শান্তিহীন, প্রেমহীন বসন্ত দিনে বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। বিপন্ন দেশকালের শূন্য কাফের নিশিডাকে এক ঘাতক সত্তা গভীর ক্ষত তৈরী করে। আবদুল ওয়াহাব আল বয়াতির ‘ছোটো বক্তৃতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা’ কবিতায় অসংখ্য বিশ্বাসঘাতকতা আর সস্তা মিথ্যার প্রসঙ্গে তুলে ধরেন চারপাশকে। ‘ফেরার’ কবিতায় কবির স্বপ্নে অন্যদেশের নেকড়েরা হানা দেয়। এই নেকড়ে হল বিদেশী শত্রু। কবির স্বপ্ন আসলে ইরাকের প্রবল বাস্তব। দেশ থেকে বিতাড়িত বা দণ্ডিত কবি সাহিত্যিকদের বিধুরতার বুননে অনেক অম্লস্বাদ আছে। তবু দেশের মাটি, নদীর অমোঘ আকর্ষনে ইরাকের ভূখণ্ডই তাদের কাছে পরম কাম্য ও রম্য। বেশীরভাগ সময়েই দেশের অভাব, দারিদ্র্য, সংকট থাকলেও দেশের মাটি, আলো, বাতাস, নিসর্গ কবি সাহিত্যিকের কাছে শ্রেয় মনে হয়।

অনুবাদের মধ্যে দিয়ে দেশ-দেশান্তরের কাব্য চর্চার সূত্রে শঙ্খ ঘোষের আন্তর্জাতিক মনন অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশ্বকাব্য পরিক্রমার সূত্রে দেশকালের সীমায়িত সংকট থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর মানুষের শুভ চেতনা ও নান্দনিক বোধের সঙ্গে সমন্বয়ের সুযোগ ঘটেছে। দেশ কাল পেরিয়ে ভিন্ন দেশের তথা বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক চেতনার সঙ্গে আমাদের দেশীয় চেতনার পার্থক্য আবার পীড়িত মানুষের সঙ্গে সংযোগ শঙ্খ ঘোষের আন্তর্জাতিক চেতনাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। শঙ্খ ঘোষের কাব্যচর্চা মানুষের প্রতি মমতায় সিক্ত। যে কোন ভূখণ্ডের মানুষের প্রতিই তিনি সহমর্মী। ক্ষতচিহ্নময় সময়ের পীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অবারিত। ভৌগলিক সীমায় সীমাবদ্ধ না হয়ে দেশাতীত ও কালাতীত ভাবে তিনি মানুষের পাশে। পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির প্রতি সমানুভূতির নিদর্শন পাওয়া যাবে তার বিভিন্ন কাব্যের কবিতার পঙ্‌ক্তিতে।

শঙ্খ ঘোষের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘দিনগুলি রাতগুলি’ (১৯৫৬) থেকে ‘প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে’ (২০১২) কাব্য পর্যন্ত ২০টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ‘দিনগুলি রাতগুলি’ কাব্যটি কবি-র ব্যক্তিগত দিনযাপনের দিনলিপি থেকে কাব্যজগতে উত্তরণের কথামালা। এই ব্যক্তিগত কথার পরিসরেও কবি ছুঁয়ে থাকেন দৈনন্দিনের সাধারণ মানুষের জীবনকে। অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের মর্মবিদারী ভাষ্য রচিত হয় ‘যমুনাবতী’ কবিতায়। খাদ্য আন্দোলনের সূত্রে এক নিরপরাধী তরুণীর পুলিশের গুলিতে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে বিষাদ গাথা শঙ্খ ঘোষ নির্মাণ করেন তা আমাদের বুঝিয়ে দেয় শঙ্খ ঘোষ সর্বাগ্রে নিপীড়িত মানুষের কবি। তাঁর কবিতা সব সময়েই সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের পক্ষে কথা বলে। আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে তিনি ভবিষ্যত মানুষের কাজে লাগতে চান। মহাকাব্যিক শপথে তিনি বলেন—

“নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিও হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা—
মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে
অস্ত্র গড়ো, আমায় করো ক্ষমা।”[৩]

তবে মনে রাখতে হবে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা থাকলেও উচ্চকিত বিপ্লব বা সংগ্রামের কথা তিনি কম বলেছেন। কবি শঙ্খ ঘোষ স্বভাব বৈশিষ্ট্যে মৃদুভাষী। তাঁর মনোগঠনে উত্তেজনার পরিবর্তে স্থিরতাই বেশি প্রতিবাদের ধরণও সংযত। শুধু দেশের মাটিতে নয় বিদেশেও সব রকম অন্যায় ও ভেদাভেদের বিরুদ্ধে নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

আমেরিকার আয়ওয়া শহরে ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামে পল এঙ্গেলের আমন্ত্রনে ১৯৬৭ সালের অক্টেবরে যোগ দিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ। সেখানে রেডিওর এক অনুষ্ঠানে ফাদার ভিক্টর পাওয়ারের জাতপাত নিয়ে ভারতবর্ষের সম্পর্কে অবমাননার মন্তব্যের প্রতিবাদে শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছিলেন জাতপাত, সাদা-কালোর সমস্যা সব দেশের পক্ষেই লজ্জার বিষয়। এই সূত্রেই আমরা ‘মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়’ কাব্যের ‘শাদা কালো’ কবিতাটিকে পেয়ে যাই—

“তখন আমার সামনে কেঁপে দাঁড়ায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ওয়াশিংটনের আরেক মস্ত বুড়ো
থুত্থুরে
ছেঁড়া বুকে ঢিল খেতে খেতে
তবু যে আঙুল তুলে বলেছিল শোনো
আই অ্যাম ব্ল্যাক
ও ইয়েস, আই অ্যাম ব্ল্যাক
বাট্ মাই ওয়াইফ ইজ হোয়াইট!"[৪]

সব দেশের, সব কালের পীড়িত মানুষে প্রতি সমানুভূতি শঙ্খ ঘোষের আন্তর্জাতিক চেতনার এক বিশেষ বিশিষ্টতা। আফ্রিকার দুর্গতদের জন্য জুরিখের পথে পথে প্রতিবাদী ছেলেমেয়েদের ভিক্ষার ছবি, রোমের কালোসিয়াম, প্যারিসের লুভর, লুভর থেকে সোরবন, কিংবা কলকাতায় রাস্তার সংঘর্ষ এক বিন্দুতে মিলিয়ে দেন কবি শঙ্খ ঘোষ। পূর্ব-পশ্চিম সব মিলে যায় ভূমধ্যসাগরে—

"আমাদের দেখা হলো আচম্বিতে
অধিকিন্তু শীতে
পশ্চিম প্রেরিত আমি, তুমি এলে পূর্বের প্রহরী
দুই প্রান্ত থেকে ফিরে আমাদের দেখা হলো ভূমধ্য সাগরে।"[৫]

আন্তর্জাতিক চেতনার শরিক কবি মাত্রেই বিশ্বচারী চেতনায় সম্পৃক্ত। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আন্তর্জাতিকতা রবীন্দ্রনাথ বা আমিয় চক্রবর্তী থেকে ভিন্ন অর্থে। রবীন্দ্রনাথ বা অমিয় চক্রবর্তী বিশ্ব ভ্রমণের সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা তাদের সাহিত্যচর্চায় উঠে এসেছে। শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে বিশ্ব ভ্রমণের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে ভিন্ন দেশের শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত সম্পর্কে আন্তরিক অনুরাগ এবং গভীর জ্ঞান। এই বৌদ্ধিক দীপ্তি আর অত্যাচারিত, পীড়িত, সাধারণ মানুষের প্রতি সমব্যাথী হওয়ার শুভ ইচ্ছায় শঙ্খ ঘোষের কবিতা বিশ্বে প্রসারিত হয়ে যায়। বিশ্বমানবতা বোধ থেকেই কবির উপলব্ধি 'জেগে থাকাও একটা ধর্ম' আর এই বোধ থেকেই বিশ্বের সকল মানুষকে কবি জেগে থাকতে বলেন, সচেতন থাকতে বলেন।

কবি হিসাবে শঙ্খ ঘোষ বিশ্ব নাগরিক নন। তাঁর কবিতায় (অনুবাদ কবিতা বাদ দিয়ে) ভিন্ন দেশের মানুষের জীবন চিত্র, যাপন চিত্রের ছবিও খুব বেশি নেই। বিপন্ন সমকালে দাঁড়িয়ে তাঁর উচ্চারণে আছে অন্ধকার থেকে আলোতে অভিসারের কথা, আছে স্বপ্ন - রাত্রির অন্ধকারের বৃন্ত থেকে সকালকে ছিনিয়ে আনবার কথা, ভুবন তিনি অমিয়য় ভরিয়ে দিতে চান। তবে সেই পথে অনেক বাধা, বিঘ্ন, সংকট। এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে বিশ্বের যে যে ভূখণ্ডের মানুষরা সংগ্রাম করছে, জীবন বাজী রাখছে কবি তাদের সকলের পাশে দাঁড়াতে চান। এই পাশে দাঁড়ানোয় তিনি কোনো আপোসরফায় রাজী নন। শুধু কবিতাচর্চা নয়, বিপন্ন সময়ে তিনি নানা মিছিলে, প্রতিবাদে অন্যদের সহযাত্রী। বামফ্রন্টের বুদ্ধিজীবী সমাবেশে সকলের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রতিবাদ কিংবা নন্দীগ্রাম গণহত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে (১৪ মার্চ, ২০০৭) তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে রাস্তায় নামা সব ক্ষেত্রেই তিনি মানুষের পক্ষে মানুষের হয়ে কথা বলতে চেয়েছেন। এই চেতনাকে আমরা বলেছি সমানুভূতি। এই সমানুভূতি থেকেই তিনি বিশ্বের সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করেন, স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন তীব্রভাবে। অনুবাদের মধ্য দিয়ে নিজের চেতনাকে প্রসারিত করেন বিশ্বময়। জার্মানী, ইতালি, ইরাক, স্পেন, জাপান, ইংল্যান্ড, চীন প্রভৃতি দেশের সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে জেনে নেন তাদের উত্থান-পতন-বিষাদ-প্রেম-মৃত্যু পরিকীর্ণ জীবনচর্যা। ব্যক্তির সঙ্গে দেশের, দেশের সঙ্গে বিশ্ব মিলে তৈরি হয় বিশ্ব ইতিহাস। শঙ্খ ঘোষ জানেন বিশ্ব ইতিহাসে বর্তমান সময় সংকটের কাল। এই সংকটকালে আমাদের স্বপ্ন, আমাদের বাস্তব সব গুলিয়ে যাচ্ছে 'স্বপ্নবাস্তব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বাণীতে কবি শঙ্খ তাই আমাদের জানিয়েছে—

"একটাই শুধু কথা -
তোমার স্বপ্নে কোনো বাস্তব নেই, বাস্তবে নেই কোনো স্বপ্ন।"

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাস্তবে স্বপ্নহীন মানুষের সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার কথাও উচ্চারিত হয় কবিতায়— 'যা ছিল, যা আছে, আর থাকবে যা, সব এক হয়ে ভরে থাক মুহূর্ত তোমার'। স্মৃতি-সুধায়, আনন্দে-বিষাদে, প্রেমে-বিক্ষোভে প্রতি মুহূর্তই পূর্ণ হয়ে আছে, হাজারো হতাশা আর মৃত্যুর চোরাবালি পেরিয়ে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় উচ্চারিত হয় জীবনের বীজমন্ত্র— 'রাত্রির কলস ভেঙে প্রভাত গড়ায় দিকে দিকে।'

বিদেশী কবিতা অনুবাদের মধ্যে তিনি অনেক সময় খুঁজেছেন ভারতীয় ঐতিহ্য। টি.এস.এলিয়টের 'দি ড্রাই স্যালোয়েজেস' কবিতার একশো ষাট পঙ্‌ক্তি অনুবাদে দেখা যাচ্ছে গীতার কথা আছে ভিন্ন রূপে 'কর্মের ফলের কথা ভেব না কখনো।' আবার এই কবিতারই একশো তেইশ পঙ্‌ক্তিতে আছে কৃষ্ণের উল্লেখ, এলিয়ট লিখেছেন—

> "I sometimes wonder if that is what Krishna meant—
> Among other things or one way of putting the same thing
> That the future is a faded song, a Royal Rose or a lavender spray
> Of wistful regret for those who are not yet here to regret."[৬]

শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে পঙক্তিগুলি হল—

> "মাঝে মাঝে মনে হয় কৃষ্ণও কি তা-ই বলেছেন—
> অন্যসব, তার মধ্যে এও এক-কিংবা একই কথা ঘুরিয়ে বলার ভিন্নরূপ
> ভবিষ্যত যেন কোনো মুছে যাওয়া গান, রাজসী গোলাপ, অগুরু ছটায়
> তাদের সবার জন্য পরিতাপ, শোচনার জন্য যারা এখনো এখানে নেই।"[৭]

'Lavender Spray' -এর অগুরুছটায় রূপান্তরে আমাদের দেশীয় স্বাদ অনুভূত হয়। ইতালীয় কবি জুসেপ্পে উনগারেত্তির 'যন্ত্রণা' নামক কবিতার মধ্যে আমরা পাচ্ছি ভরতপাখি, মুনিয়া ও তিতিরের কথা—

> "ভরত পাখির মতো তৃষ্ণা নিয়ে মরে যাওয়া
> মরীচিকা ঘোরে
> কিংবা তিতিরের মতো
> সাগর পেরিয়ে এসে
> প্রথম ঝোপের মধ্যে মরে যাওয়া
> কেননা ওড়ার আর
> ইচ্ছে নেই কোনো
> অন্ধ মুনিয়ার মতো বিলাপের ভারে
> বেঁচে থাকা কখনোই নয়।"[৮]

এই অনুবাদ অবশ্য শঙ্খ ঘোষ দেশীয় প্রেক্ষিতে করেছেন। ভিনদেশীয় অপরিচিত শব্দের দেশীয়করণ ঘটেছে।

অনুবাদের মধ্যে অন্য দেশের মানুষের যে পীড়িত অভিজ্ঞতা, শপথ, বিদ্রোহ, ত্যাগের কথা উঠে এসেছে তা সব দেশের প্রেক্ষিতেই সত্য বলে মনে হয়। ইরাকের কবি সাইদা আল-মৌসবি যখন বলেন 'স্বদেশের নাম নিয়ে শপথ ঘোষণা করা/ এ-মাটিরই জন্য বেঁচে থাকা/ অথবা না থাকা' — তখন আমাদের দেশের সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুর তার সঙ্গে মিলে যায়। আয়ওয়াতে নানা দেশের কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে দীর্ঘদিন একসঙ্গে থেকে বিশ্বের নানা দেশের সাহিত্যের প্রবণতা ও রুচি সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ। সে সময়ে যুগোশ্লাভিয়ার কবি মার্ট ওগেন, তুর্কি কবি বিয়ার্শন কিয়ো, ইরানের কবি তাহেরে সাফরজাদে, জাপানের কবি রিয়ুচি তামুরা, তাইওয়ানের হুআলিং এবং ওয়ান চিং-লিন প্রমুখ কবিদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আয়ওয়ার এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে 'ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম'-এ। ভিনদেশীয় পরিবেশে সকলের সঙ্গে মিলে আন্তর্জাতিক লিখন সূচিতে শঙ্খ ঘোষ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তবে গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি অনেক উদারপন্থী। গ্রহণে বর্জনে বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধকে অনুধাবন করে হন্যমান বিশ্বে তিনি আলোর অভিযাত্রী। তাঁর শুভ চেতনায় তিনি কালো রঙের কুঁজোতে সকলের জন্য আলো ভরতে ভরতে চলেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 442 - 449
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"...একা-একাই হাঁটছি আমি
হাতে একটা ঘোর কালো রঙের কুঁজো
দরকার হতে পারে ভেবে তাতে আলো ভরতে ভরতে চলেছি।"[৯]

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে এই আলোর অভিব্যক্তিই সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। হনন মেরুর পৃথিবীতে সব দেশের সবকালের মানুষের পাশেই তিনি আছেন। স্বার্থান্ধ রাজনীতি আর বেনিয়া মুনাফার খোলা বাজারে তাঁর আন্তর্জাতিক মনন আমাদের শুভ চৈতন্যে জাগরিত হতে বলে।

Reference:

১. ঘোষ, শঙ্খ, বহুল দেবতা বহু স্বর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১১৩
২. ঘোষ, শঙ্খ, ইরাকি কবিতার ছায়ায়, তালপাতা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৬২
৩. ঘোষ, শঙ্খ, 'কবিতা সংগ্রহ-১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৩
৪. ওই, পৃ. ১৭৮
৫. ওই, পৃ. ১১৭-১১৮
৬. T. S.ELIOT, The Complete Poems and Plays', Faber and Faber, London, 1969
৭. ঘোষ, শঙ্খ, 'বহুল দেবতা বহু স্বর' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১২৬
৮. ওই, পৃ. ১৪২
৯. ঘোষ, শঙ্খ, প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১২